মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে মুক্তিজোটের নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা

মেহেরপুরের ঐতিহাসিক মুজিবনগরে নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট। এর মাধ্যমেই দলটির নির্বাচনী প্রচারণা আনুষ্ঠানিক ভাবে শুরুহলো।

আজ বৃহস্পতিবার (২১ ডিসেম্বর) দুপুরে বাংলাদেশের প্রথম সরকারের শপথগ্রহণের ঐতিহাসিক স্থান মুজিবনগর স্মৃতিসৌধের পাদদেশে দলের কেন্দ্রীয় নেতারা একত্রিত হয়ে মুক্তিজোটের ইশতেহার ঘোষণা করেন।

২৩ দফা সম্বলিত ইশতেহার ঘোষণা করেন মুক্তিজোট সংগঠনের প্রধান আবু লায়েস মুন্না। এ সময় মুক্তিজোট নেতারা দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে তাদের ২৩ দফা পালনে শপথ গ্রহনের মাধ্যমে অঙ্গীকার করেন। এই সময় মুক্তিজোট সংগঠনের পরিচালনা বোর্ড প্রধান শাহ জামাল আমিরুল, কন্ট্রোল বোর্ড প্রধান বদরুজ্জামান রিপন, মজিবুল হক সহ কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ইশতেহারে সংগঠনটি স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ, ইউনিয়ন পর্যায়ে পোষ্ট অফিসকে কার্যকর করা, রেমিট্যান্স বৃদ্ধি, গণমাধ্যমকর্মী ও কবি-সাহিত্যিকদের জন্য আর্থিক সুবিধা বৃদ্ধি, কৃষক শ্রমিক প্রবাসীদের জন্য বীমা ব্যবস্থা, চা শিল্প ও গার্মেন্টেস শ্রমিকদের জন্য বেতন বৃদ্ধির নিশ্চয়তা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্টির জীবনমান উন্নয়ন, তৃতীয় লিঙ্গের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, শ্রমিকদের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে শিল্পকলকারখানা বৃদ্ধিকরণ সহ ২৩ দফা দাবী উত্থাপন ও বাস্তবায়নে আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করা হয় এই সময়।

মেহেরপুরের আমদহ ইউনিয়নে প্রফেসর আব্দুল মান্নানের পথসভা

মেহেরপুর-১ আসনের মনোনীত স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রফেসর আব্দুল মান্নানের পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

আজ বৃহস্পতিবার রাতে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রফেসর আব্দুল মান্নানের ট্রাক প্রতীকের পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

পথসভায় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-১ আসনের মনোনীত স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রফেসর আব্দুল মান্নান।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি এ্যাড. মিয়াজান আলী, মেহেরপুর জেলা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি ও জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান (ছোট), মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম সম্পাদক জুয়েল রানা, মেহেরপুর জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক লাভলী ইয়াসমিন, মেহেরপুর মহিলা পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি রেহেনা মান্নান, সপুরা খাতুন সহ বিভিন্ন নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে নৌকার পোস্টার ঝুলছে, আচরণ বিধি অমান্য করে

ঝিনাইদহে এবার নৌকার পোস্টার ঝুলিয়ে যাতায়াতে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে। আচরণ বিধি লঙ্ঘন করলেন ঝিনাইদহের দুই আসনের নৌকার প্রাথী

তাহজিব আলম সিদ্দিকী সমি। শহরের বঙ্গবন্ধু সড়কের শিল্পকলা একাডেমীর সামনে থেকে পোস্ট অফিস মোড় পর্যন্ত এদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায় ঝিনাইদহের দুই আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী নাসের শাহরিয়ার জাহেদী মহুলের বাড়ির প্রবেশ পথ থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সামনে এমনভাবে পোস্টার টাঙ্গানো হয়েছে যাতে দোকান দেখা যাচ্ছে না। শুধু তাই নয় রশিগুলো ঝুলে আছে। রিকসায় বা ইজিবাইকে অথবা একটু বড় গাড়ী গেলে ছিড়ে যাবে। নৌকার পোস্টারগুলো যত্রতত্র এভাবে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

পথচারীরা জানান, এভাবে পোস্টার ঝুলিয়ে রাখার জন্যে যাতায়াতে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়াও ইচ্ছেকৃতবাবে এভাবে পোস্টার ঝুলিয়ে রাখার অন্য কারন থাকতে পারে বলে অনেকে জানিয়েছেন। যাতায়াতের সমস্যার কারনে যদি কেউ সেটি অপসারণ করে বা ছিড়ে ফেলে বা নামিয়ে রাখে তখন সেটাকে কেন্দ্র করে ইস্যু তৈরি করে একটি অঘটন ঘটে যেতে পারে। স্বতন্ত্র প্রার্থীর প্রতিনিধির মাধ্যমে বিষয়টি প্রশাসনকে জানালে পরে তা অপসারণ করে উচু করে বেধে দেওয়া হয়।

সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কারণে বিএনপি একদিন জনগণের মন থেকে মুছে যাবে: হানিফ

সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কারণে বিএনপি একদিন জনগণের মন থেকে মুছে যাবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ।

বৃহস্পতিবার (২১ ডিসেম্বর) দুপুরে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার আলামপুর-ভাদালিয়া বাজারে নির্বাচনী পথসভায় যোগ দিয়ে বিএনপির আন্দোলন প্রসঙ্গে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, যখন কোন রাজনীতিক দলের প্রতি সাধারণ জনগণের সমর্থন

থাকে, সেই দলটি কখনোই সন্ত্রাসীর পথ বেছে নেবে না। বিএনপি সন্ত্রাসীর পথ বেছে নেয়ার কারণেই জনবিচ্ছিন্ন, তাদের জনগণের সমর্থন নাই। জনগণের সমর্থন যেখানে থাকে না সেই দলের কোন কর্মসূচিই সফলতা লাভ করে না।

তিনি আরও বলেন, বিএনপি-জামায়াত তাদের রাজনৈতিক আদর্শের কারণে নির্বাচনে আসেনি। তাদের রাজনীতির উদ্দেশ্য যদি দেশের উন্নয়নের জন্য, জনকল্যাণে হয় তাহলে এই নির্বাচন দল-মত নির্বিশেষে সবাই সমর্থন করুন। দেশের কাজ করছি, কুষ্টিয়ার জন্য কাজ করছি। নির্বাচনে আপনারা নেই কিন্তু সমর্থন তো করতে পারেন। সবাই সমাজে যদি মিলেমিশে এক থাকতে পারেন। তাহলে কেন সবাই মিলেমিশে ভোট দিতে পারবেন না?

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক থাকায় সাংগঠনিক কারণে দেশের বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয়। তারপরও আমি আমার দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করেছি। আমি যখন সংসদ সদস্য হয়েছিলাম তখন কুষ্টিয়া অনেক পিছিয়ে পড়া জেলা ছিল। বাংলাদেশে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, রাজশাহী, সিলেটসহ অন্যান্য জেলা দ্রুত এগিয়ে গেছে। আমরা পিছিয়ে ছিলাম কারণ যারা সংসদ সদস্য, মন্ত্রী ছিলেন তারা হয়ত সেভাবে গুরুত্ব দিতে পারেননি। আমি কুষ্টিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। আমার চেষ্টা ছিল কিন্তু পরিপূর্ণভাবে পারিনি।

নৌকা মার্কায় ভোট দেওয়ার আহবান জানিয়ে তিনি বলেন, শান্তি ও উন্নয়ন-অগ্রগতির কুষ্টিয়া গড়ার জন্য কাজ করছি। আগামী দিনের উন্নত কুষ্টিয়া গড়ার প্রত্যয়ে সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নৌকা মার্কায় ভোট দিবেন- এই প্রত্যাশা করি।

এসময় কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সদর উদ্দিন খান, সাধারণ সম্পাদক আসগর আলীসহ জেলা আওয়ামী লীগ ও স্থানীয় আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

ছাত্রলীগের সভাপতি বাঁধন, মানেন না সংগঠনের গঠনতন্ত্র

বাংলাদেশ ছাত্রলীগের গঠণতন্ত্র মোতাবেক ব্যবসায়ী ও বিবাহিত কোন ব্যক্তি ছাত্রলীগের কমিটিতে থাকতে পারবেন না। কিন্তু এ দুটি অসঙ্গতি রয়েছে মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধনের।তিনি এক কন্যা সন্তানের পিতা, পেশায় ঠিকাদার ব্যবসায়ী। ছাত্রলীগের জেলা কমিটির মেয়াদ অনেক আগে শেষ হলেও এখন পদের লোভে নতুন কোন সম্মেলনও করেননি।

কিন্তু তিনি কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র তা কেউ জানেন না। ছাত্রলীগের সভাপতির দায়িত্ব পালনকালে বিয়ে করেছেন। প্রায় বছর হতে চললো সন্তানের বাবাও হয়েছেন। কিন্তু তাতে কি? ছাত্র বা বিবাহিত যাই হোন না কেন তিনি জেলা ছাত্রলীগের সভাপতির মত লাভজনক পদ এখনো ছাড়েননি। কেউ তাকে ছাড়াতে পারেনওনি।

ছাত্রলীগের সভাপতির পদ পাওয়ার পর থেকে ক্ষমতার শীর্ষে থেকে তিনি হয়েছেন কোটিপতি। ছাত্র না থাকলেও তিনি মায়ের নামে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান তৈরি করে বিভিন্ন দপ্তরের কাজ করছেন। অনলাইন জুয়ার সাথেও রয়েছে তার সখ্যতা। নিজেও অনলাইন জুয়ার পরিচালনা করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। নিজ এলাকায় কিনেছেন বেশ কিছু সম্পত্তি। একই দাগে কিনেছেন প্রায় ৫ বিঘা জমি। এছাড়া নামে বেনামেও রয়েছে বেশি কিছু সম্পত্তি। ছাত্র রাজনীতি করাকালীন সময়ে কিভাবে কোটি কোটি টাকার মালিক তা নিয়ে সমালোচনা অনেক।

আব্দুস সালাম বাঁধন মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার যতারপুর গ্রামের মৃত আশরাফ হোসেন বাবলুর ছেলে এবং মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলুর ভাতিজা। মূলত চাচা মিলুর উপর ভর করেই তার এ শক্তি। তারা চাচা আমাম হোসেন মিলু দলীয় মনোনয়ন না পেয়ে বিদ্রোহী হিসেবে চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন করেন। দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে ওই নির্বাচনে জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন সরাসরি নির্বাচনে প্রচারণাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন।

তিনি মুজিবনগর উপজেলা শ্রী রতনপুর গ্রামের ওয়াকারুল হক পলাশের মেয়ে মাকুসরাত মোমেনিন সাথীর সাথে বিয়ে করে সংসার করেছেন।

দাম্পত্য জীবনে এক কন্যা সন্তানের জন্ম হয়েছে। এর আগে তার বিরুদ্ধে আরও একটি বিয়ের অভিযোগ উঠেছিলো। পরে সে বিয়ে টিকেনি বলে জানা গেছে।

২০১৮ সালের ৩ জানুয়ারি সম্মেলনের মাধ্যমে জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। পরবর্তিতে ২০১৯ সালের ১৪ জুলাই পুর্নাঙ্গ কমিটির অনুমোদন দেয় কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা জানান, জেলা কমিটির সভাপতি বিবাহিত এবং ব্যবসায়ী হওয়ার কারণে জেলা কমিটি ও অন্যান্য ইউনিটের কমিটিগুলো অনেক বিবাহিত নেতা দেখা যাচ্ছে।ফলে রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামে ছাত্রলীগের যে অবদান রাখার কথা সেটা পারছে জেলা ছাত্রলীগ। জেলায় কয়েকটি ইউনিটের কোন কমিটি নেই। নতুন কোন নেতাকর্মীও তৈরি হচ্ছে না। যারা কমিটি আসতে চাচ্ছেন অর্থ এবং ক্ষমতার লোভে আসছেন। ছাত্র রাজনীতি থেকে নেতাদের পাওয়া যাচ্ছে না।

মেহেরপুর সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ বলেন, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের গঠণতন্ত্র অনুযায়ী বিবাহিত, ব্যবসায়ীরা ছাত্রলীগের সংগঠণ করতে পারবে না। কিন্তু জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি নিজেই বিবাহিত, এক কন্যা সন্তানের জনক এবং তিনি ঠিকাদারী ব্যবসা করেন।

তিনি আরো বলেন, এক বছরের জন্য কমিটি দেওয়া হলেও মেহেরপুরের রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় পূণাঙ্গ কমিটি হওয়ার চার বছর পার হলেও এখনো কোন সম্মেলন বা নতুন কমিটি দেওয়া হয়। আমরা কেন্দ্রের কাছে দাবী করেছি, কোন অছাত্র, ব্যবসায়ী এবং বিবাহিত ব্যক্তি ছাত্রলীগে না রেখে নেতাকর্মীদের মাঝে থেকে নেতৃত্ব তৈরি করা হোক।

মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ও জেলা আওয়ামী লীগের বর্তমান সদস্য আব্দুর রাজ্জাক বলেন, ছাত্রলীগের কোন সদস্য বিবাহিত হলে অথবা ব্যবসার সাথে জড়িত হলে সেটা গঠণতন্ত্র বিরোধী এবং অনৈতিক। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সংসদের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

কয়েক মাস ধরে মোবাইল, হুয়াটসআপ, মেসেঞ্জার বিভিন্ন মাধ্যমে জেলা ছাত্রলীগের সভাপতির সাথে কথা বলার চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি এমনকি কোন রেসপন্স করেননি। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ ইনানের মোবাইলেও ফোন করা হলে

ফোনটি রিসিভ হয়নি।

আলমডাঙ্গায় ঈগল প্রতীকের মিছিল ও পথসভা

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র (ঈগল) প্রতিকের প্রার্থী দিলীপকুমার আগরওয়ালার নির্বাচনি মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার বিকেল সাড়ে ৪ টার দিকে উপজেলা মঞ্চ থেকে ঈগল প্রতিকের মিছিলটি বের শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পৌর এলাকার আলতায়েবা মোড়ে পথসভা করেন। এর আগে, বিকেল ৩ টা থেকে উপজেলা ও পৌর এলাকার বিভিন্ন গ্রাম থেকে স্লোগানে স্লোগানে উপজেলা মঞ্চ প্রাঙ্গণে একত্রিত হয় দিলীপকুমার আগরওয়ালার পক্ষের সাধারণ ভোটারা। স্লোগানে মুখরিত হয়ে পড়ে পুরো শহর। মিছিলে অংশ নেয় শত শত নারীরাও।

এসময় জেলা ও উপজেলা আওয়ামীলীগের অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরাও মিছিলে অংশ নিয় পরে পথসভায় যোগদান করেন । ঘন্টা ব্যাপী পথসভায় আওয়ামীলীগ ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরা বক্তব্য রাখেন। দিলীপকুমার আগরওয়ালার ঈগল প্রতিকে বিজয়ের লক্ষ্যে ঐক্যমত প্রশোন করেন নেতা-কর্মীরা ও ভোটারবৃন্দ।

চুয়াডাঙ্গা ১ আসনের সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র ঈগল প্রতিকের প্রার্থী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক উপ-কমিটির সদস্য ও ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক দিলীপকুমার আগরওয়ালা বলেন, আমি আপনাদের সন্তান, আমার নাম দিলীপ। আমার কাছে কোন ধর্ম, জাতির ভেদাভেদ নেই। আগেও ছিল না, এখনো নেই। আমার রক্ত লাল আপনার রক্তও লাল। যখন আমরা জন্মগ্রহণ করি তখন হিন্দু কিংবা

মুসলমান ধর্মের পার্থক্য থাকে না। থাকে না কোন ভেদাভেদ আমার একটাই পরিচয় আমি আপনাদের সন্তান।

তিনি আরো বলেন, আমি এই চুয়াডাঙ্গা জেলায় জন্মগ্রহণ করেছি। আমার বাবা-দাদার সিনেমাহল ব্যবসা থাকার সুবাধে আপনাদের অনেকের সাথেই দীর্ঘদিনের পরিচয়। আলমডাঙ্গার মানুষ যে কষ্টে আছে, উপস্থিত বক্তাদের বক্তব্যে আমি বুঝতে পেরেছি। একটা কথা- আপনাদের ভোট আপনারা দিবেন, যাকে খুশি তাকে দিবেন। যদি আপনারা মনে করেন দিলীপ আপনাদের ভাই কিংবা বন্ধু অথবা সন্তান মনে করেন, তাহলে আগামি ৭ জানুয়ারি ঈগল মার্কায় ভোট দিয়ে বিজয়ী করবেন। আমি যদি আগামি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হতে পারি, তাহলে আলমডাঙ্গার মানুষের সু-চিকিৎসার জন্য আর বাইরের জেলায় যেতে হবে না। শিক্ষার জন্যও এ জেলা তথা আলমডাঙ্গার মানুষ বাইরে লেখাপড়া করতে যেতে হবে না। আলমডাঙ্গাতে গড়ে তোলা হবে উন্নতমানের হাসপাতাল ও ইউভার্সিটি।

দিলীপকুমার আগরওয়ালা বলেন, আলমডাঙ্গার প্রতিটি ইউনিয়নে কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাস্থ্য সম্মত চিকিৎসা সেবা নেই। আমি আপনাদের সমর্থনে ভোটে নির্বাচিত হই, তবে আলমডাঙ্গা-চুয়াডাঙ্গা স্মার্ট হিসেবে গড়ে তুলবো।

নির্বাচনী মিছিল ও পথসভায় উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি ও পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও সাবেক কেন্দ্রীয় যুবলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য শেখ সামসুল আবেদিন খোকন, সাবেক জেলা আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক আইলহাঁস ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আব্দুল মালেক, সাবেক জেলা আওয়ামীলীগের সদস্য অ্যাডভোকেট শফি, জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ও সাবেক ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কাউসার আহম্মেদ বাবলু, পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি মতিয়ার রহমান ফারুক, ভাইসচেয়ারম্যান ও উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি সালমুন আহম্মেদ ডন, সাবেক খাদেমপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি ও সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল হালিম মন্ডল, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক কাজী রবিউল হক, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সহ-সভাপতি ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আমিরুল ইসলাম মন্টু, ৬ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি রেজাউল হক তবা, কুমারি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ রানা মন্ডল, বেলগাছি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মাহবুবুর রহমান, আলমডাঙ্গা উপজেলা যুবলীগের সাবেক আহবায়ক সাজ্জাদুল ইসলাম স্বপন, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা

লীগের সভানেত্রী আফরোজা পারভিন, উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেত্রী কাজী মারজাহান নিতু, কালিদাসপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান সামিম, খাদেমপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি হাফিজুর রহমান বাবলু। এছাড়াও আলমডাঙ্গা পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি নয়ন সরকার, সাধারণ সম্পাদক কাজী চন্দন, হৃদয়, সজিব, টিটন, সাব্বির, তপু, নিপ্পন, সাইদ, মিলু, নয়ন, জিবন,রুবেল, জিবন প্রমূখ।

মেহেরপুর সদর উপজেলায় প্রফেসর আব্দুল মান্নানের নির্বাচনী অফিস উদ্বোধন

মেহেরপুর-১ আসনের মনোনীত স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রফেসর আব্দুল মান্নানের নির্বাচনী অফিস উদ্বোধনের আয়োজন করা হয়।

আজ বুধবার রাতে মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রফেসর আব্দুল মান্নানের ট্রাক প্রতীক নির্বাচনী অফিস উদ্বোধনের আয়োজন করা হয়।

অফিস উদ্বোধনের সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-১ আসনের মনোনীত স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রফেসর আব্দুল মান্নান।
অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি এ্যাড. মিয়াজান আলী, মেহেরপুর জেলা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি ও জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান (ছোট), মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম সম্পাদক জুয়েল রানা সহ বিভিন্ন নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

কার্পাসডাঙ্গায় হাজী আলী আজগর টগরের নির্বাচনী সভা

আজ বুধবার বিকাল ৩ টার সময় কার্পাসডাঙ্গা হাইস্কুল ফুটবল মাঠে কার্পাসডাঙ্গা একতা হেয়ার প্রসেসিং এর উদ্যোগে নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

হাসিবুজ্জামান শহিদ বিশ্বাসের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা -২ আসনের নৌকার প্রার্থী হাজী আলী আজগর টগর ।

কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি কামরুজ্জামান রানা বিশ্বাসের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনসুর বাবু,দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হাজী শহিদুল ইসলাম, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল করিম বিশ্বাস, মদনা পারকৃষ্ণপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এস এম জাকারিয়া আলম, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান ভুট্টো,দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সহ-সভাপতি শহিদুল হক, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি শাফিকুর রহমান মাষ্টার, সাধারণ সম্পাদক নজীর আহমেদ, যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম বিশ্বাস,সাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদুর রহমান মুকুল, সাংগঠনিক সম্পাদক মোখলেসুর রহমান রিপন, দপ্তর সম্পাদক আহমেদ আলী মাস্টার, আরো উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও হেয়ার প্রসেসিং এর ব্যবসায়ী বৃন্দ।

এসময় প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারির নির্বাচনে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে দেশ ও জাতীর খেদমত সুযোগ দিন।সেই সাথে জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করুন। আরো চুয়াডাঙ্গা ০২ আসনের মসজিদ মাদ্রাসা রাস্তা ঘাট স্কুল কলেজের ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে এই সরকারের আমলে।

হরিণাকুণ্ডুতে নৌকার নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু প্রিয়নাথ মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে দ্বাদশ জাতীয় সাংসদ সদস্য নির্বাচনে ঝিনাইদহ-২ আসনের আওয়ামীলীগ মনোনীত প্রার্থীর জয় নিশ্চিত করতে নির্বাচনের করণীয় বিশয়ের বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকালে উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ শরিফুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে ও পৌরসভার মেয়র মোঃ ফারুক হোসেন এর সঞ্চালনায় সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ রবিউল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি ছিলেন পৌর নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহবায়ক সাবেক মেয়র শাহীনুর রহমান রিন্টু।
এসময় উপস্থিত ছিলেন নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য উপজেলা কৃষক লীগের সভাপতি আব্দুল্লাহ আল বাকী শিলু,উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি রাফেদুল হক সুমন, উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতা আক্তারুজ্জামান পলাশ, উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম-আহবায়ক আব্দুল্লাহ মারুফ, প্যানেল মেয়র সিদ্দীকুর রহমান।

এছাড়াও পৌর কাউন্সিলর সাইফুল ইসলাম, হাসেম আলী, রেজাউল ইসলাম, আবু আসাদ রুনু, বাবুল আক্তার, নিখিল হালদার, সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর সায়েরা খাতুন, নারগীস পারভীন, সম্পা খাতুন, পৌর যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আবু সাইদ টুনু, পৌর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক হোসাইন আলী, লালনশাহ কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি শিমুল রেজা, সাধারণ সম্পাদক রানা মিয়াসহ পৌর আওয়ামী লীগের বিভিন্ন ওয়ার্ডের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ অন্যান্য নেতৃবৃব্দ।

সভায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী তাহজিব আলম সিদ্দিকী সমি’র (নৌকা) প্রতীকের জয় নিশ্চিত করতে বিভিন্ন কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়।

ঝিনাইদহে নির্বাচনী সহিংসতা; গাড়ি ভাংচুর ও আহত দু’জন

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝিনাইদহ-২ আসনে আওয়ামী লীগ ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে পাল্টা পাল্টি সহিংসতায় স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থক ঝিনাইদহ সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক পোড়াহাটী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম হিরনের গাড়িতে হামলা করে দুইটি প্রাইভেট কার ভাংচুর করে। এই ঘটনার জেরে চেয়ারম্যানের উত্তেজিত সমর্থকরা আওয়ামী লীগের প্রার্থী তাহজীব আলম সিদ্দিকী সমির নির্বাচনী অফিসে হামলা করে। হামলায় নাসির উদ্দীন মন্ডল ও পলাশকে কুপিয়ে আহত করে। আহত নাসির উদ্দিন আড়ুয়াকান্দি গ্রামের মতলেব মন্ডলের ছেলে ও পলাশ সুড়া পাড়া গ্রামের সব্দুলার ছেলে।

ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল সোমবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৭টার মধ্যে সদর উপজেলার পোড়াহাটি ইউনিয়নের বাসুদেব পুর বাজারে। আহতদের উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করে স্থানীয়রা। চিকিৎসাধীন অস্থায় নাসির উদ্দীন মন্ডলের অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ঢাকায় রেফার করেছে সদর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এঘটনায় উভয় পক্ষ পাল্টা পাল্টি বক্তব্য দিয়েছে।

এবিষয়ে উপজেলা যুবলীগের সাবেক আহবায়ক ইব্রাহিম খলিল রাজা জানান, তারা মিছিল করে নৌকার নির্বাচনী অফিসে বসে ছিলেন, এসময় সদর থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও পোড়াহাটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম হিরনের নির্দেশে স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকরা মোটর সাইকেলে এসে তাদের উপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে অফিসের চেয়ার টেবিল ভাংচুরসহ নাসির মন্ডল ও পলাশকে কুপিয়ে জখম করে। নির্বাচনী সহিংসতায় এলাকায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। ঘটনার বিস্তারিত জানতে ইউপি চেয়ারম্যান ও সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম হিরন বলেন আমি বারৈইখালী বাজারে নির্বাচনী মিটিংয়ে যাচ্ছিলাম এসময় বাসুদেব পুর বাজারে পৌঁছে আমার ইউনিয়ন নেতা কর্মীদের সাথে কথা বলছিলাম এসময় সাবেক যুবলীগ নেতা রাজার নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী আমার গাড়ীর দিকে লক্ষ করে হামলা চালিয়ে

দুটি প্রাইভেটকার ভাংচুর করে। পরে কারা তাদের সমর্থকদের মারধর করেছে তা আমি জানিনা আমি সেখানে ছিলাম না।

এবিষয়ে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শাহিন উদ্দিন জানান, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নৌকা ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে পাল্টা পাল্টি হামলার ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ প্রশাসন কড়া অবস্থানে রয়েছে। লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেয়া হবে ।